দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

025

29 JAN 1989

তারিখ 29 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ রোববার, ১৫ই মাঘ, ১৩৯৫ ঃ ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৯

সাক্ষরতা বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ সাক্ষরতা বাড়াবার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই আবেদন বাস্তবধর্মী।

দেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের হার কত? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে যেসব জরিপ চালানো হয়েছে সেগুলোর ফলাফলের যাথার্থ্য সম্পর্কে সংশয়ের কারণেই সঠিক অবস্থাটা জানা যায় না। এই অবস্থা আজকের নয়। বস্তুত পক্ষে গত ৪০ বছর ধরেই সাক্ষরতার হার ১৭ থেকে ২০-এর মধ্যে রয়েছে। এই সময়ে বারবার সাক্ষরতা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে বেশ কিছু উদ্যোগও নেয়া হয়েছে গণসাক্ষরতা অভিযান চালানো হয়েছে। গণসাক্ষরতা দিবস, পক্ষ মাস ও বর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। এর জন্যে বিশেষ ধরনের বই লেখা হয়েছে, বিতরণ করা হয়েছে, ও টেলিভিশনে গণসাক্ষরতার অনুষ্ঠান করা হয়েছে দুঃখের বিষয় এতকিছু করার পরেও গণসাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

অথচ গণসাক্ষরতার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। জাতীয় অগ্রগতির জন্য গণসাক্ষরতা অপরিহার্য; বস্তুত গণসাক্ষরতা দেশ ও জাতির সার্বিক অগ্রগতি ও কল্যাণের অন্যতম ভিত্তি। তাই জাতীয় স্বার্থে গণসাক্ষরতার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শৈথিল্যের অবকাশ নেই। কিন্তু তা করতে গেলে অতীতের প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়েছে খতিয়ে দেখা দরকার। আমাদের মতে সমন্বিত উদ্যোগের অভাবই ছিল অতীতে গণসাক্ষরতার লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হওয়ার প্রধান কারণ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহল একযোগে কাজ করেননি। অনেক ক্ষেত্রে তহবিলের অভাবও লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মতে তাই, গণসাক্ষরতার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সবাই মিলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং লক্ষ্য বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তহবিলের অভাব দেখা দিলে তাও সমন্বিত উদ্যোগেই মোকাবিলা করতে হবে। আমরা যদি এভাবে কাজ করি তাহলে অল্প দিনের মধ্যেই দেশে সাক্ষরতার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।